vi) জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়:

সহকারী পরিচালক, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এর ০৭ টি জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় একটি। এটি ০১/০৭/১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত।রংপুর রিজিয়নের আওতায় ঠাকুরগাঁও জোন। ইহা ঠাকুরগাঁও গোবিন্দনগরের বিসিক মোড়ে অবস্থিত।এর আয়তন ২.২৪একর।অত্র জোনালের সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের ব্যাপকতায় উৎপাদিত গুটি দ্বারা ঠাকুরগাঁও ও রাজশাহী রেশম কারখানার অনেকাংশে কাঁচামাল হিসেবে রেশম গুটি সরবরাহ দেয়া হতো। জোনের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র- ০৯টি (১.ঠাকুরগাঁও সদর, ২.রত্নাই ৩.রাণীশংকৈল ৪.সাদামহল ৫.পঞ্চগড়, ৬.সাকোয়া ৭.ব্রাহ্মণভিটা, ৮.বীরগঞ্জ ৯.লাটেহাট
		গ) বীজাগার-১টি, চাকী পলুপালন সেন্টারঃ ৫টি (ঠাকুরগাঁও, রাণীশংকৈল, সাদামহল, ব্রাহ্মণভিটা, পঞ্চগড়) ।
		ঘ) ক্ষুদ্র রেশম বাগান ৪টি (রত্নাই, সাদামহল, ব্রাহ্মণভিটা ও সনকা) প্রধানতঃ চাকি পলুপালন কর্মকান্ড রয়েছে, ঙ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র-১ টি (রাণীশংকৈল মিনিফিলেচার কেন্দ্র)।
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৭৫,০০০টি। অত্র জোনে ৩০,০০০ টি তুঁত চাষীদের ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ।
৪।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ৮,০৫০ টি । সম্প্রসারণ এলাকায় ৪০,০০০ টি রোগমুক্ত রেশম ডিম সরবরাহ করা হয়।বিভাগীয়ভাবে ১২০০ টি রেশম ডিম পালনে ৪৮৩ কেজি রেশম গুটি উৎপাদন করা হয়।
৫।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশম পল্লী- ১টি(সাকোয়া),বসনি-৭৫ জন, রোপিত তুঁতগাছ-১৫,০০০ টি। ক) পলুপালন ঘর- ৭৫টি- ২২,৫০,০০০/- খ) পলুপালন ডালা- ১৫০০টি- ৩,০০,০০০/- গ) চন্দ্রকী - ১৫০০টি- ৪,৫০,০০০/- ঘ) বিশোধক- ৭৫জন, ২০০/- হিসাবে- ১৫,০০০/- ঙ) সুতার জাল- ৬০০টি,প্রতিটি ৭৫/- হিসাবে ৪৫,০০০/- টাকা।
৬।	তুঁতব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	মোট-২২টি, রোপিত চারা- ২২,০০০টি।
৭।	রেশম গুটি উৎপাদন	১। সম্প্রসারণ এলাকায়= ১৫,৫৫০ কেজি ২। বিভাগীয়= ৪৮৩ কেজি।
৮।	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	সুতা উৎপাদন (ফাইন-১২৭কেজি, ডুপিয়ন সুতা- ৯৪.৫ কেজি মোট= ২২১.৫ কেজি)।
৯।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব= ৮৪.৯১ লক্ষ ও উন্নয়ন= ১০৩.৪৫ লক্ষ টাকা ।

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১০।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	ক) ২২,৩৪২ টি তুঁত গাছ। খ) এফ-১ উন্নত ও দ্বি-চক্রী জাতের রেশম কীট।
১১।	মোটিভেশন কার্যক্রম	নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে রেশমচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
১২	প্রশিক্ষণ	১৬০ জন
১৩।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৩৫৭ জন
১৪।	বসনীর সংখ্যা	১৯০ জন
১৫।	তুঁত চারা রোপন সহায়তা	৩.০০ লক্ষ টাকা ।
১৬।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	১। পলুঘর=২১.০০ লক্ষ টাকা ২।পলুপালন সরঞ্জামাদি = ২৩.২১৬ লক্ষ টাকা।
১৭।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৬৬ জন
১৮।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	১টি, জমির পরিমাণ- ৩৯.৯৬ একর, মূল কার্যক্রম- চাহিদা মাফিক তুঁতচারা এবং ডিম উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। মোট বাগানগুলির জমির পরিমাণ- ১৪.৭৫ একর। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রেশম উৎপাদন ও বিতরণ= ৮০০০ টি, ১২০০ টি রেশম ডিমে গুটি উৎপাদন= ৪৮৩ কেজি, বড় চারা= ২৫,০০০ টি ও ছোট চারা ৫,০০০ টি তুঁত চরা উৎপাদন করা হয় যা রংপুর রিজিওনে বিতরণ করা হয়। রাজস্ব খাত হতে ০৪ বিঘা প্লান্টেশন এবং উন্নয়ন খাত হতে ০৫ বিঘা প্লান্টেশন করা হয়।
১৯।	উঠান বৈঠক	০৫ টি।
২০।	অন্যান্য	জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় ঠাকুরগাঁও এ মোট জমির পরিমাণ- ৩.৩৪ একর। ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা ১টি ১.১৪ একর যা ৩০/১১/২০০২ হতে সরকার কর্তৃক বন্ধ করা হয় এবং ২০২৩ সালে বেসরকারিভাবে ৫ বছরের জন্য লীজ প্রদান করে চালু করা হয়।

vii) সহকারী পরিচালক, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ ভূমিকা	সিরাজগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন এলাকা বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার খ্যাত এলাকা। অত্র জোনাল কার্যলয়ের আওতাধীন ঈশ্বরদী রেশম বীজাগার ১৯৬১-৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় সিরাজগঞ্জ বর্তমান সময়ে রেশমের অন্যতম যোগানদার হিসেবে খ্যাত। সিরাজগঞ্জে ক্রমাগত রেশম চাষ বৃদ্ধি ও রেশমচাষীদের দোরগোড়ায় সেবা পৌছিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরু। সিরাজগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরের বিআরডিবি ভবনে জোনাল কার্যালয়টি অবস্থিত। ঈশ্বরদী রেশম বীজাগারটি বর্তমানে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের একটি অংগ সংগঠন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	এ কার্যালয়ের অধীনে নিম্নবর্ণিত অফিস রয়েছে: ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র-৫ টি (i) সিরাজগঞ্জ সদর (সিরাজগঞ্জ), (ii) বাগবাটি (সিরাজগঞ্জ) (iii) ভাটপিয়ারী (সিরাজগঞ্জ)। (iv) চাটমোহর (পাবনা) (v) পাবনা সদর (পাবনা) খ) রেশম বীজাগার - ১টি। ঈশ্বরদী (পাবনা) গ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র - ১টি বাগবাটি (সিরাজগঞ্জ)
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	১,২৫,০০০টি (উৎপাদন)
৪।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	ডিম উৎপাদন কার্যক্রম আপাতত বন্ধ ও ২৪,০০০ টি (বিতরণ)।
৫।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশম পল্লী- ১টি। আইডিয়াল পল্লীতে ৭৫ জন চাষী রয়েছে।
৬।	তুঁতব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	ব্লক-৭ টি (সিরাজগঞ্জ সদর- ৬ টি ও রায়গঞ্জ-১)
৭।	রেশম গুটি উৎপাদন	১০,৩০৬ কেজি।
৮।	রেশম সুতা উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	৯৫.৬০০ কেজি (ডুপিয়ন ও ফাইন)।
১০।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশমকীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকার চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের এফ-১ জাতের রেশম ডিমবসনীদের সরবরাহ করা হয়।
১১।	মোটিভেশন কার্যক্রম	নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে রেশমচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
১২	প্রশিক্ষণ	১৫০ (তুঁত চাষ,চাকী পলুপালন ও পলুপালন)
১৩।	রেশম চাষীর সংখ্যা	২০৫ জন
১৪।	বসনীর সংখ্যা	১৫৮ জন
১৫।	তুঁত চারা রোপন সহায়তা (২০২৩-২৪)	৭,৫০,০০০/-
১৬।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	১৩,০০,০০০/-ও ১৬,৫৩,৬০০/-টাকা
১৭।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,১০০ জন
১৮।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	রেশম বীজাগারের সংখ্যা - ১টি, জমির পরিমাণ- ৩৫.৮৬ একর। মূলকার্যক্রম: উন্নতজাতের তুঁত কাটিংস ও তুঁতচারা উৎপাদন এবং রেশম বীজগুটি ও রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন।
১৯।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে-৫৭ বিঘা ফার্মিং পদ্ধতিতে তুঁতচাষ । ১৩টি পলুঘর ও সম্প্রসারন এলাকার ৭৮ জন চাষী সহ মোট, ডালা-২০৮০টি, চন্দ্রকী-২০৮০টি,সুতার জাল-২০৮০টি এবং ঘড়াকাঠি ২০৮ টি সম্প্রসারন বিনামুল্যে বিতরন করা হয় ।

viii) সহকারী পরিচালক, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, গাজীপুর:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	২০১৮ সালে ময়মনসিংহ জোনাল কার্যালয়টি কোনাবাড়ী রেশম বীজাগারে স্থানান্তর করে গাজীপুর জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় নামকরণ করা হয়। ইতোপূর্বে কার্যালয়টি ১৯৭৯ সালে ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত হয়।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	এ কার্যালয়ের অধীনে নিম্ন বর্ণিত অফিস রয়েছে; ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র-৪টি ময়মনসিংহ সদর, (ii) ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) iii) জামালপুর ও iv) কাপাসিয়া (গাজীপুর) খ) রেশম বীজাগার- ১টি কোনাবাড়ী (গাজীপুর) গ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র- ২টি, (i) কোনাবাড়ী (গাজীপুর) (ii) ময়মনসিংহ ঘ) গ্রেনেজ ভবন-১টি, ময়মনসিংহ
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৪,৫০০টি
৪।	ডিম বিতরণ	১১,৫০০টি
৫।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশমপল্লীর- ১টি, ঘাটাইল (টাঙ্গাইল)
৬।	রেশম গুটি উৎপাদন	৪,২২৩ কেজি
৭।	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	৪৯.৭০০ কেজি (ফাইন -৪০.৭০০ কেজি, ডুপিয়ন - ০৯.০০ কেজি)।
৮।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন) (ঢাকা, গাজীপুর, রাঙ্গামাটি ও কুমিল্লা)।	রাজস্ব ১৪৭.৫০ লক্ষ টাকা, উন্নয়ন ২৯.৪২২ লক্ষ টাকা
৯।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। বীজাগারে উৎপাদিত উন্নত মানের এফ-১ জাতের ডিম বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।
১০।	প্রশিক্ষন	২৫ জন
১১।	মোটিভেশন কার্যক্রম	নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে রেশমচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
১৪।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৬৮ জন
১৫।	বসনীর সংখ্যা	৬৮ জন
১৬।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	পলুপালন সরঞ্জামাদী - ৪.০৪ লক্ষ টাকা
১৭।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৬৮ জন
১৮।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	রেশম বীজাগার- ০১ টি, ৪৮ বিঘা, মূল কার্যক্রম- তুঁতচারা উৎপাদন

ix) সহকারী পরিচালক, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ভোলাহাট:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ ভূমিকা	ভোলাহাট এলাকা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান এলাকা। ভোলাহাট বীজাগার ১৯৬১-৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় রেশমের সুতিকাগার। ভোলাহাটের ক্রমাগত রেশম চাষ বৃদ্ধি ও রেশমচাষীদের দোরগোড়ায় সেবা পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য ১৯৮৫ সালে জেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরু। ভোলাহাট সেরিকালচার নার্সারীর মধ্যে কার্যালয়টি অবস্থিত। ভোলাহাট বীজাগারটি বর্তমানে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের একটি অংগ সংগঠন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	এ কার্যালয়ের অধীনে নিম্নবর্ণিত অফিস রয়েছে: ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র-৫ টি (i) ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), (ii) রহনপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (iii) শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)। (iv) আড্ডা (v) নাচোল (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) খ) রেশম বীজাগার - ১টি। ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) গ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র - ১টি ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৪০,০০০টি (উৎপাদন) ও ১,২০,০০০ টি (বিতরণ)।
৪।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	১,০৮,০০০টি (উৎপাদন) ও ১,০৮,০০০ টি (বিতরণ)।
৫।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশম পল্লী- ২টি। প্রতিটি আইডিয়াল পল্লীতে ৭৫ জন করে চাষী রয়েছে।
৬।	তুঁতব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	ব্লক-৭ টি (রহনপুর- ৪টি ও শিবগঞ্জ-৩)
৭।	রেশম গুটি উৎপাদন	৫৮,৫২০ কেজি।
৮।	রেশম সুতা উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	৩৯১৫ কেজি (ডুপিয়ন)।
১০।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশমকীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকার চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের এফ-১ জাতের রেশম ডিম বসনীদের সরবরাহ করা হয়।
১১।	মোটিভেশন কার্যক্রম	নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে রেশমচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
১২	প্রশিক্ষণ	৩৭৫ জন (তুঁত চাষ, চাকী পলুপালন ও পলুপালন)
১৩।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৩০৫ জন
১৪।	বসনীর সংখ্যা	১৩৫ জন
১৫।	তুঁত চারা রোপন সহায়তা	১৭,৭৫,০০০/- টাকা
১৬।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	১,৪১,০০,০০০/-ও ৫২,৬০,৮০০/- টাকা

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১৭।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৫,০০০ জন
১৮।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	রেশম বীজাগারের সংখ্যা - ১টি, জমির পরিমাণ- ৩৬.৭৯ একর। মূলকার্যক্রম: উন্নতজাতের তুঁত কাটিংস ও তুঁতচারা উৎপাদন এবং রেশম বীজগুটি ও রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন।
১৯।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে-৭১ বিঘা ফার্মিং পদ্ধতিতে তুঁতচাষ। ১৩০টি পলুঘর, ডালা-৫৪৮০টি, চন্দ্রকী-৫৪৮০টি,সুতার জাল-৫৪৮০টি এবং ৫৪৮টি ঘড়া বিনামুল্যে বিতরন করা হয় ।

x) সহকারী পরিচালক, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসাবে অত্র অঞ্চলের হত দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এর নিবার্হী আদেশে জেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজবাড়ী নামে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং রাজবাড়ী শহরে ভাড়াটিয়া বাসায় কার্যক্রম শুরু হয়। পরববর্তীতে ২০১৬ সালে ফরিদপুর চাকী সেন্টারে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করেন এবং জোনান রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়,ফরিদপুর নাম করণ করেন। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়,গোপালগঞ্জ নাম করণ করেন। উক্ত সাল হতে গোপলগঞ্জ শহরে ১টি ভাড়া বাসায় অত্র কার্যালয়ের কার্যক্রম চলছে।
২	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় গোপালগঞ্জ এর অধীনে নিম্ন বর্ণিত অফিস রয়েছে; ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র ৪(চার) টি ১) কালুখালী (রাজবাড়ী) (২) রাজবাড়ী (৩) ফরিদপুর (৪) গোপীনাথপুর (গোপালগঞ্জ)। L) চাকি সেন্টার- ২(দুই) টি (১) ইন্দ্রনারায়নপুর (রাজবাড়ী) (২) ফরিদপুর
৩	তুঁতচারা বিতরণ	৪১,০০০টি
৪	ডিম বিতরণ	১৫,৫০০ টি
৫	তুঁত ব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৬ টি
৬	রেশম গুটি উৎপাদন	৬,২০০ কেজি
৭	মোটিভেশন কার্যক্রম	নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে রেশমচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
৯	প্রশিক্ষণ (চাষি/বসনি)	৭৫জন

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১০	রেশম চাষীর সংখ্যা	১৯২জন
১১	বসনীর সংখ্যা	৯০জন
১২	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	ডালা- ৬০০টি , চন্দ্রকী- ৬০০টি , সতুার জাল- ৬০০টি ও ঘড়াকাঠি - ৬০টি।
১৩	পলুঘর প্রদান	১৫টি
১৪	ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ	২০ বিঘা
১৫	কর্ম সংস্থান সৃষ্টি	৫০০ জন

xi) সহকারী পরিচালক, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, বগুড়া:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ ভুমিকা	বিবরণ বগুড়া জেলা শহরে ১৯০৫ সালে স্থাপিত বগুড়া রেশম বীজাগার অভ্যন্তরে জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়টি অবস্থিত। বর্তমানে বগুড়া, নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলার রেশমচাষ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অত্র জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, বগুড়া হতে পরিচালিত হয়।
২	আওতাধীনঅফিস সংক্রান্ত তথ্য	এ কার্যালয়ের অধীনে নিম্নবর্ণিত অফিস রয়েছেঃ ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র-৫টি ১.বগুড়া সদর ২. সোনাতলা ৩. জয়পুরহাট ৪. পাঁচবিবি ও ৫. বাগজানা। খ) রেশম বীজাগার- ১টি, মিনিফিলেচার কেন্দ্র-১টি (জয়পুরহাট) ও চাকী কেন্দ্র-২টি (জয়পুরহাট ও পাঁচবিবি)।
৩	তুঁতচারা উৎপাদনও বিতরণ	৯৫,২০০টি
৪	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	৮,০০০ টি
৫	রেশমগুটি উৎপাদন	৬৭০৭.৮০০ কেজি
৬	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ান ও ফাইন)	১১৮.৯৯০ কেজি
৭	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব ৭১.০০ লক্ষ টাকা, উন্নয়ন ৪৩.৯৩৫ লক্ষ টাকা
৮	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশমকীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকার চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের এফ-১ জাতের রেশম ডিম বসনীদের সরবরাহ করা হয়।
৯	মোটিভেশন কার্যক্রম	ব্লকে রোপিত তুঁতগাছ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিতরণ করে পলুপালন ও গুটি উৎপাদন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ২০জন চাষীকে ২০ বিঘা জমিতে ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষে সম্পৃক্তকরণ।
১০	প্রশিক্ষণ	৬০ জন

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১১	রেশমচাষীরসংখ্যা	৪৫৯ জন
১২	বসনীরসংখ্যা	১৮৪ জন
১৩	তুঁতচারা রোপন সহায়তা	৩.৫০ লাখ
১৪	পলুঘর ওপলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	৩৪.৪৪৫১ লাখ
১৫	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১০২৯ জন
১৬	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ এবং মূলকার্যক্রম	রেশম বীজাগার- ১টি, ৩৩.৪৩একর, পি-২বীজাগার হিসাবে জাত সংরক্ষণ এবং পি-১ বীজাগারে ডিমসরবরাহ ও মিনিফিলেচার কেন্দ্রে গুটি সরবরাহ।

xii) সহকারী পরিচালক, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, কুমিল্লা:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলায় ময়নামতি ইউনিয়নে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কুমিল্লা জোনাল কার্যালয়টি অবস্থিত। অত্র জোনাল কার্যালয়ের অধীনস্থ ১টি ময়নামতি রেশম বীজাগার ও রয়েছে। যা ১৯৬৫ সালে স্থাপিত হয়। এতদঞ্চলে রেশম কীটের বিভিন্ন জাত সংরক্ষন এবং বানিজ্যিকভাবে রেশম গুটি উৎপাদনসহ চাহিদা অনুযায়ী ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে এই বীজাগারটি স্থাপন করা হয়েছে।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	এ কার্যালয়ের অধীনে নিম্নবর্ণিত অফিস রয়েছেঃ ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ১টি (ফেনী)
৩।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	৬০,৫০০ টি
৪।	রেশম গুটি উৎপাদন	৪৯০ কেজি
৫।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	জোনাল কার্যালয়, গাজীপুর এ রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ রয়েছে।
৬।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের উৎপাদনশীল তুঁত গাছের জাত রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকার চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের এফ-১ জাতের রেশম ডিম বসনীদের সরবরাহ করা হয়।
৭।	মোটিভেশন কার্যক্রম	চাষীদেরকে মোটিভেশনের মাধ্যমে তুঁতচাষ বৃদ্ধিসহ রেশম গুটি উৎপাদন ও রেশম পন্য বাজারজাত করন এর সুযোগ সৃষ্ঠিকরণ ইত্যাদি উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম জোরদার করণের মাধ্যমে এতদঞ্চলে রেশম চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটানো ইত্যাদি মোটিভেশনাল কার্যক্রম গ্রহন করা হয়।
৮।	রেশম চাষ সম্প্রসারণ বেসরকারী সংস্থার রেশম চাষের সম্পৃক্ততা	ফার্ম ফ্রেন্ডর্স এগ্রোঃ লিঃ, লালবাগ, সদর দক্ষিণ কুমিল্লা, শিল্পপতি বেসরকারী উদ্যোক্ত জনাব মোঃ আমিনুর রশিদ ইয়াছিন ২০১৮-১৯ সালে ৭,৫০০টি তুঁতচারা রোপন করেন।
৯।	রেশম চাষীর সংখ্যা	১০ জন

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১০।	বসনীর সংখ্যা	১০ জন
১১।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১০ জন চাষী আগামীতে রেশম চাষের মাধ্যমে বাড়তি অর্থ উর্পাজন করতে সক্ষম হবে।
১২।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	বীজাগারের সংখ্যা ১টি, জমির পরিমান ৪৮ বিঘা তন্মধ্যে তুঁতচাষ আবাদি জমি ২২ বিঘা, পুকুর, বন জাতীয় গাছ, রাস্তা, ভবন ইত্যাদি ২৬ বিঘা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ ও বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আনওয়ার হোসেন এর মধ্যে ১৪ জুন ২০২৩ তারিখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ২২ জুন ২০২৩ তারিখে রেশম উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক ও জোনাল কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত সকল কার্যক্রমই সম্পন্ন করা হয়েছে।

সিটিজেন চার্টার:

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে:

- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৪ বার হালনাগাদ করা হয়েছে ও বিএসডিবির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে;
- আঞ্চলিক কার্যালয় সমুহের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৪ বার হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে ও তাদের স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে;
- নিজ দপ্তর ও আওতাধীণ অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৪ বার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে;
- নিজ দপ্তর ও আওতাধীণ অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক অবহিতকরণ সভা